দৈনিক সংবাদ

NOV. 30 2002

শিক্ষা ক্যাডারে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের জন্য বিসিএস সাধারণ শিক্ষা পরিষদের দাবি

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরি সভায় পদোন্নতির ক্ষেত্রে আত্তীকৃত ও সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি না করে যে কোন সিদ্ধান্ত শিক্ষা ক্যাডারে কর্মরত সকল শিক্ষকের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগ, যেসব প্রভাষক বিধি জারির পূর্বে অর্থাৎ ১২-০১-৯২ইং বা তৎপূর্বে শিক্ষা ক্যাডারে যোগদান করেছেন তাদের অন্য ক্যাডারের ন্যায় বিভাগীয় ও পদোন্নতি পরীক্ষা প্রমার্জন সাপেক্ষে জ্যেষ্ঠতা অক্ষুণ্ন রেখে অতিসত্বর পদোন্নতি প্রদান, যেহেতু জেলা শহরে অবস্থিত ১৮টি মহিলা কলেজ ৮১ আত্তীকরণ বিধিমালার আওতায় সব কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে সেহেতু ২০০০ বিধিমালার ৯(২) ধারায় ইতোপূর্বকার জাতীয় করণকৃত সরকারি কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের ন্যায় ১৮টি মহিলা কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য জোর দাবি জানানো হয়।

২৬শে নভেম্বর ঢাকার সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে অনুষ্ঠিত সভায় পরিষদের মহাসচিব মতিউর রহমান গাজ্জালী শিক্ষা ক্যাডারে বিদ্যমান সমস্যাবলীর ওপর বক্তব্য রাখেন এবং আশু সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। সভায় ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা উপমন্ত্রী এবং শিক্ষা সচিবকে আমন্ত্রণের লক্ষ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। পরিষদের সভাপতি অধ্যক্ষ মো: আলী আকবর খান তাঁর অসুস্থতার কারণে দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করায় প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক হেনা মনসুরকে সভাপতির দায়িত্বভার প্রদান করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।